তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮।

"তথ্য অধিকার আইন ও মানবাধিকার" শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: ডক্টর আবদুল মালেক, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

স্থান: তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর সম্মেলন কক্ষ **তারিখ: ১২ নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার।**

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে সন্নিবেশিত হলো।

সভাপতি উপস্থিত অতিথিগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, তথ্য অধিকার এবং মানবাধিকার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃত তথ্য জনগণের জন্য দরকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন জাতীয় সংসদে পাস করেন। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সুফল বয়ে আনবে। সরকারি অফিস/ দপ্তর/ সংস্থার পাশাপাশি সরকারি অর্থায়নে/ অনুদানে এবং বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওসমূহের যাবতীয় তথ্যাদি সহজলভ্য ও সর্বজনের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক। জনগণের প্রত্যাশা পুরণকল্পে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে হবে। সামাজিক মাধ্যমসহ কিছু মিডিয়ায় মিথ্যা, বিকৃত, খন্ডিত, ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী এবং গুজব রটনামূলক তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই মানবাধিকারকে আঘাত করে। এই রূপ অবস্থায় প্রকৃত ও বিশুদ্ধ তথ্য খুবই জরুরী। অতঃপর তিনি "তথ্য অধিকার আইন ও মানবাধিকার" শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে মতামত রাখার জন্য আহবান জানান।

জনাব মাসুদা ভাট্টি, সম্মানিত তথ্য কমিশনার বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার নিয়ে গত কয়েক বছর নেতিবাচক আলোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন মহল এটাকে অস্ত্র হিসাবে নিয়েছে। বাংলাদেশে একটা স্বাধীন তথ্য কমিশন রয়েছে। তথ্য কমিশন মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, তথ্য মাত্রেই মানুষের অধিকার এবং সেটা মানবাধিকার বলেই স্বীকৃত। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তথ্যপ্রাপ্তিকে মানবাধিকারের স্বীকৃতি এ কারণেই দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। বাংলাদেশে তথ্য কমিশন তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে মানবাধিকার সুরক্ষার কাজটিই করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকরা যদি সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তাহলে তথ্য কমিশন থেকে রিসোর্স পার্সন দিয়ে সহায়তা করা যাবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মিথ্যা তথ্য, অপতথ্য ও গুজব রোধ করতে হবে। তথ্য কোথায় চাইতে হবে এবং তথ্য না পেলে কোথায় আপীল ও অভিযোগ করতে হবে -এ বিষয়ে সকলের ধারণা থাকা আবশ্যক।

জনাব মোহাম্মদ আসাদুল হক, উপসচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মানবাধিকার কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, তার নিকট চট্টগ্রাম থেকে এক ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে একটি তদন্ত প্রতিবেদন চেয়েছিলেন। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি ঐ নাগরিককে তথ্য সরবরাহ করেন। তথ্য পেয়ে ঐ নাগরিক তার প্রার্থীত তথ্য কোর্টে সরবরাহ করেন এবং তিনি কোর্টের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এখানে ঐ নাগরিকের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনে করেন। তবে তিনি আরো জানান তথ্য প্রদানে এখনো অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে অনিহা রয়েছে।

জনাব মাহবুর রহমান, পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় বলেন, ইউপিআর সার্কেলে ১৭৮টি সুপারিশ রয়েছে। বাংলাদেশ ঐ সুপারিশসমূহের বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা নিয়ে জেনেভা বৈঠকে ১৩/১১/২০২৩ তারিখে আলোচনা হবে। তথ্য প্রাপ্যতা একটি অধিকার। তবে সবসময় মানবাধিকারের প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। মানবাধিকার ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। দেশভেদে মানবাধিকার পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেকটা দেশের উন্নয়নের যে পর্যায় তার সাথে মানবাধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। Misinformation ও Disinformation এর মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘনের সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের দায়িত্ব বেড়ে গেছে বলে তিনি মনে করেন।

CamScanner

জনাব সোহেলী সাবরীন, মহাপরিচালক (জনকূটনীতি), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন, মানবাধিকারের প্রকৃত চিত্র অনেক সময় মিডিয়াতে আসেনা। তিনি বলেন, ইউপিআর এর বিষয়টা Open Data । যে কেউ চাইলে এ তথ্য পেতে পারে।

জনাব জাফর ওয়াজেদ, মহাপরিচালক, পিআইবি বলেন , ২০১৩ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে পররাষ্ট মন্ত্রণালয় ঐ সময়ে সঠিক বিবৃতি দেয়নি। ফলে পশ্চিমা বিশ্ব এ নিয়ে অনেক মিথ্যাচার করেছে। সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার প্রশিক্ষণ বিষয়ে তিনি বলেন, সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান খুবই কঠিন কাজ। তাঁর প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তথ্য অধিকার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ন তাৎক্ষণিক সাংবাদিকতার জন্য নয়। অনেক সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনে তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশন পর্যন্ত আসতে চায় না যা একটি সমস্যা। সরকারি কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে ভীতিতে থাকে মর্মে জানান। মিডিয়াগুলো যদি তাদের সাংবাদিকদেরকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করে তাহলে ভালো হয় মর্মে উল্লেখ করেন।

জনাব নঈম নিজাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, গত বছর তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতিসহ ওয়াশিংটনে গিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেখানে একটি প্রেস কনফারেন্সে বলা হয় যে, বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ Embassy সেখানে কোন Counter জবাব দেয়নি মর্মে জানান। বর্তমান যুগে তথ্য লুকানোর কোনো সুযোগ নেই। সঠিক সময়ে তথ্য প্রকাশ না করায় অনেক সময় প্রোপাগান্ডা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে জনগণ তথ্য পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। সাংবাদিকরা এই আইন ব্যবহার করে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। নাগরিকগণ তথ্য যত দ্রুত পাবে, তথ্য কমিশনের ভূমিকা তত বাড়বে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

জনাব শ্যামল দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব বলেন, অনেক ভূয়া নিউজ মানুষের মনোজগৎকে পরিবর্তন করে দেয়। বর্তমানে ডিজিটাল প্লাটফর্মের অপব্যবহার হচ্ছে। গুজব রোধ করার জন্য ক্যাম্পেইন প্ল্যান করতে হবে। নতুন সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রেস ক্লাবে তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

জনাব শামীম রেজা, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, সবসময় অফিসে পর্যাপ্ত Resource থাকেনা । মাবাধিকারের প্রধান custodian হলো রাষ্ট্র বা সরকার। তথ্য অধিকার খুব পুরানো ধারনা নয়। বাংলাদেশ এক দশকের অধিক সময় ধরে আইনটি রয়েছে। জনগন কি আইনটি যথেষ্ট ব্যবহার করছে? সাংবাদিকরাও কি আইনটি যথেষ্ট পড়ে? রাষ্ট্র অনেক ভাবেই তথ্য সংরক্ষণ করে। সরকার প্রচুর কাজ করছে। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি অফিস কি ঠিকমত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে? তথ্য অধিকার নিয়ে গবেষণা করার জন্য এনজিওসমূহকে অনুরোধ করেন তিনি। তিনি বলেন, তথ্য অধিকারের সাকসেসগুলো তুলে ধরা দরকার বিশেষত মানবাধিকার বিষয়ে। ভূমি, সামাজিক সুরক্ষা, পাসপোর্ট, এনআইডি, জন্ম নিবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন।

জনাব মোঃ মিনহাজ উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, Misinformation, Disinformation & Malinformation এই ০৩ ধরনের তথ্য আমাদের সমাজে ভয়ঙ্কর রূপ ধারন করছে। তিনি প্রশ্ন করেন, সমাজটা জটিল, কূটিল এবং সরল। তিনি বলেন, তথ্য প্রবাহটাকে প্রবাহমান নদীর মতো স্রোতস্বিনী করতে হবে।

জনাব মোঃ আরিফ-উজ-জামান , উপসচিব, স্বারাষ্ট মন্ত্রণালয় বলেন, তথ্য অধিকার আইন একটি যুগান্তকারী আইন। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক । এ আইন পাস হওয়ার পর টিআর, কাবিখা ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাপক স্বচ্ছতা এসেছে। তিনি আরো বলেন, তথ্য অধিকার আইনের ব্যপক প্রচারণা দরকার। সভা, সেমিনার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে বা কোন এনজিও এর মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় মর্মে মতামত দেন।

জনাব রাবেয়া বসরী, উপসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বলেন, লাল ফিতার দৌরাত্ব আর নেই। যখন তিনি তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ছিলেন তখন অনেকে তথ্য চাইতেন তার কাছে। তবে তিনি প্রার্থিত প্রদানযোগ্য সকল তথ্য প্রদান করতেন মর্মে জানান। আর আইনে যতটুকু Limitation আছে তাও জানিয়ে দিতেন।

CamScanner

আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ রহমত আলী বলেন, ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার খুবই সুন্দরভাবে বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অন্য কোন দেশ আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব বা কোন আইন বিষয়ে কথা বলবে তা আমরা আশা করিনা।

জনাব ফারজানা মিথিলা, সাংবাদিক, ৭১ টিভি বলেন, তথ্য অধিকার বিষয়ে কোন কোন জায়গায় অনাস্থা রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন। তথ্য প্রদানের বিষয়ে আমাদের অনেক অমনোযোগ রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন এবং এর রোধ কল্পে আরও ফলপ্রসূ কাজ করতে হবে।

জনাব রোকসানা আফরোজ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, কার্টার সেন্টার বলেন, ২০১৭ সাল থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্টার সেন্টার তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে। তথ্য অধিকার বিষয়ে কার্টার সেন্টার সেমিনার আয়োজন করে থাকে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তবে তিনি জানান, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ তথ্য অধিকার আইন সঠিক ভাবে জানে না।

বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ এইচ এম বজলুর রহমান বলেন, প্রতি বছর UNESCO থেকে Journalist Security & Safety বিষয়ক একটি রির্পোট প্রকাশ করা হয়। কিন্তু South Asian কোন দেশ সেখানে রির্পোট প্রকাশ করত না। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তীতে একটি রির্পোট পাঠানো হয়েছে এবং UNESCO'র ঐ রিপোর্টে তা প্রকাশিত হয়েছে। জাতিসংঘ সেটার ভূয়সি প্রশংসা করেছে। তথ্য কমিশনারদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়কে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, ২০২৬ সালে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করবো। কিন্তু Internationally আমাদের body language এ তা প্রকাশ পায়নি। তিনি তার বক্তব্যে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহের প্রস্তাব করেনঃ

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাংবাদিকতা বিভাগের সাথে collaboration এর মাধ্যমে শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন;
- Digital Governance এর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।
- তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার বিষয়ক Regional Summit আয়োজন করতে পারে। সেখানে সরকারি ও বেসরকারি অফিসও অংশগ্রহণ করতে পারে।

এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি অফিসকেও তথ্য অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে বিভিন্ন বেসরকারি অফিসসমূহের তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম এখনও উপযুক্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, তথ্য কমিশনের Success Story প্রকাশ করা দরকার। তথ্য অধিকার আইন আমাদের সকলের মেনে চলা প্রয়োজন মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

পরিশেষে প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাসের কারনেই আজ আমাদের এই তথ্য কমিশন ভবন হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আমরা সকলে আজকে এই সভায় মিলিত হয়েছি। তিনি বলেন, সরকারের উপযুক্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রকাশ করতে পারেন। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ৫৪৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে আরটিআই রিসোর্সপুল তৈরি করেছে। সারাদেশে ১,১৮,৪৭২ জন কর্মকর্তা অফলাইন ও অনলাইনে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সিনিয়র সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি মিথ্যাচার, বিকৃত তথ্য, ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী গুজব রোধ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মানিবাধিকারের জয় হোক, তথ্য অধিকারের জয় হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধান তথ্য কমিশনার।

সভাপতি অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(ডক্টর আবদুল মালেক)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

CamScanner

স্মারক নম্বর: ১৫.৫১.০০০০.৫০১.১৮.০০২.১০.৫৫৩

১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
তারিখ: ----------
২৭ নভেম্বর ২০২৩

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪) সিনিয়র সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, আইন মন্ত্রণালয়
৬) সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৭) জনাব আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বিএসএস)
৮) মহাপরিচালক, পিআইবি
৯) জনাব শামীম রেজা, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০) জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব
১১) জনাব শ্যামল দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব
১২) জনাব নঈম নিজাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৩) জনাব নাঈমুল ইসলাম খান, ইমিরেটাস সম্পাদক, আমাদের নতুন সময়
১৪) জনাব মোজাম্মেল বাবু, প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একাত্তর টিভি
১৫) জনাব সুভাষ সিংহ রায়, সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা বিচিত্রা এবং এবি নিউজ টুয়েন্টি ফোর ডট কম
১৬) নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই
১৭) এডভোকেট কাওসার আহমেদ, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
১৮) জনাব মো: মিনহাজ উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯) জনাব এ এইচ এম বজলুর রহমান, সিইও, বিএনএনআরসি
২০) আঞ্চলিক পরিচালক, আর্টিকেল-১৯
২১) নির্বাহী পরিচালক, কার্টার সেন্টার
২২) পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
২৩) উপপরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
২৪) প্রধান তথ্য কমিশনার এর একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
২৫) তথ্য কমিশনার এর একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
২৬) সহকারী পরিচালক (সকল), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
২৭) গবেষণা কর্মকর্তা/ জনসংযোগ কর্মকর্তা/ সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
২৮) তথ্য কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
২৯) জনাব ....., তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৩০) অফিস কপি

২৭/১১/২০২৩

(সোহানা নাসরিন)
উপপরিচালক (প্রশাসন)
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

CamScanner